দৈনিক বাংলা

৩০

তারিখ ...31 OCT 1990...
পৃষ্ঠা... ৬ ...কলাম... ৮ ...

শিক্ষকের স্বল্পতা

পঠন-পাঠনে শৈথিল্যই পরীক্ষায় স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের ব্যাপক অকৃতকার্যতার প্রধান কারণ হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। ফেলের হার বৃদ্ধির কারণ সম্পর্কে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে যে বেশির ভাগ স্কুল-কলেজেই নিয়মিত লেখাপড়া হয় না, কোর্স শেষ হয় না। ফলে পাঠক্রমের বিষয়গুলি সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের কোন স্পষ্ট ও সুষ্ঠু ধারণা জন্মে না। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রীই এক ধরনের অন্ধের মত পরীক্ষা দিতে বসে। এদের অধিকাংশই ফেল করে। স্কুল-কলেজে যথারীতি শিক্ষা শিক্ষণ না হওয়ার অন্যতম প্রধান কারণ শিক্ষকের স্বল্পতা। ছাত্রসংখ্যা অনুপাতে যতজন শিক্ষক থাকা দরকার, অধিকাংশ স্কুল-কলেজেই ততজন থাকেন না। নিম্নতম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই দুঃখজনক পরিস্থিতি কম বেশী বিরাজিত। গত মঙ্গলবার পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এক খবরে বলা হয়েছে যে শিক্ষক স্বল্পতার কারণে পটুয়াখালী, মাদারীপুর, হাতিয়া, নবাবগঞ্জ (ঢাকা) ইত্যাদি স্থানে কলেজগুলিতে লেখাপড়া ব্যাহত হচ্ছে। খোঁজ নিলে দেখা যাবে যে এসব কলেজের পরীক্ষার ফলও খারাপ।

ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ায় শিক্ষকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষকরা যত ভাল ও কর্তব্যনিষ্ঠ হন, শিক্ষার্থীরা তত বেশি শিখতে ও ভাল ফল করতে পারে। এ জন্যই উন্নত দেশসমূহে সবচেয়ে বেশি মেধাবী ও প্রশিক্ষিত ব্যক্তিদের শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করা হয়। আগে এদেশেও মেধাবীরাই শিক্ষকের দায়িত্ব পালনের সুযোগ পেতেন। তখন শিক্ষার মানও ছিল উন্নত। পরীক্ষায় ফেলের হার ছিল এখনের চেয়ে অনেক কম।

বর্তমানে স্কুল-কলেজে শিক্ষক স্বল্পতার কারণ একদিকে যেমন যোগ্য ব্যক্তির অভাব, অন্যদিকে তেমনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক দুরবস্থাও। দেশে কলেজের সংখ্যা বেড়েছে। স্বাধীনতার পর নতুন কলেজ প্রতিষ্ঠার হিড়িক পড়েছিল। রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক এলাকাতে জেদাজেদি এবং আরও নানা কারণে কলেজ স্থাপিত হয়েছে। কলেজের জন্য ছাত্রছাত্রী পাওয়া যাবে কিনা, শিক্ষকের ব্যবস্থা করা যাবে কিনা, কলেজ চালাবার টাকা-পয়সার ব্যবস্থা হবে কিনা-এসব বেশী ভাবেননি উদ্যোক্তারা। নানা রকম দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে এবং নকলের সব রকম সুযোগ-সুবিধা দিয়ে ছাত্র সংগ্রহ করা হয়েছে কোন কোন কলেজে। কিন্তু অর্থাভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নিয়োগ করা যায়নি। শিক্ষকের অভাবে এসব কলেজে লেখাপড়া হচ্ছে না।

যোগ্য শিক্ষকের অভাবের আরেকটি কারণ শিক্ষকতায় মেধাবীদের অনীহা। শিক্ষকতা পেশায় এখনও বেতন ভাতা ও মর্যাদা কম। বেশী আয়ের লোভে মেধাবীরা অন্যান্য পেশায় যাচ্ছেন। মেধাবীদের শিক্ষকতা পেশা গ্রহণে উৎসাহী-আগ্রহী করার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া আবশ্যক।

দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ বিশেষ করে কলেজগুলির শিক্ষক পরিস্থিতি সম্পর্কে অবিলম্বে একটি জরিপ চালানো দরকার। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নেই এবং না থাকার কারণগুলি কি তা জানতে হবে ভালভাবে। শিক্ষক সমস্যা সমাধানের জন্য একটি জাতীয়ভিত্তিক ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন।

শুধু শিক্ষকই নয়, ভবন, ছাত্রাবাস, শিক্ষার প্রয়োজনীয় উপকরণ, আসবাবপত্র ইত্যাদির অভাবেও বহু কলেজে লেখাপড়া বিঘ্নিত হচ্ছে। এসব অসুবিধা দূর হতে হবে। প্রতিটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেই অধ্যয়ন অধ্যাপনার সব রকম আয়োজন থাকা দরকার। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এদিকে দৃষ্টি দেবেন বলে আমরা আশা করছি। জাতির বৃহত্তর স্বার্থেই শিক্ষার সকল ব্যবস্থা মসৃণ ও ফলপ্রসূ হওয়া উচিত।